জরুরি চাহিদা, লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য
“এসওএস” ফরম এবং “ডি” ফরম ব্যবহার সম্পর্কিত

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জরুরি চাহিদা, লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য
“এসওএস” ফরম এবং “ডি” ফরম ব্যবহার সম্পর্কিত

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

প্রকাশকাল: ২৭ মার্চ ২০১৪

পরিকল্পনা ও প্রকাশনা:
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগিতা:
আর্লি রিকভারি ফ্যাসিলিটি (ইআরএফ) প্রকল্প
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

বাণী

দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশা লাঘব ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের অধিকার নিশ্চিত করতে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। দুর্যোগ-উত্তরকালে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদা মোতাবেক সহায়তা প্রদান সরকারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-তে বর্ণিত ফরম "এসওএস" ও ফরম "ডি" ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগে আক্রান্ত এলাকা ও জনগোষ্ঠীর ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত এসব তথ্যের ভিত্তিতে জরুরী সাড়া ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়।

তৃণমূল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপকগণ যাতেকরে সঠিকভাবে এসব তথ্য-ফরম পূরণ করতে পারেন সেজন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি সময়ের দাবি বলে আমি মনে করি। এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি কার্যকর টুলস সংযোজিত হবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িতদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস।

জরুরী পরিস্থিতিতে দ্রুততার সাথে কার্যকর সাড়াপ্রদান ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বাস্তবায়নে এই নির্দেশিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নির্দেশিকাটি প্রণয়নে "Early Recover Facility" প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগিতা করার জন্য আমি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীরবিক্রম, এমপি
মন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'জরুরী চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ' অন্যতম প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে স্থানীয় পর্যায়ে সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর (জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন) জন্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দুর্যোগ চলাকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জরুরী চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে "এসওএস" ফরম এবং "ডি" ফরম। দুর্যোগ এলাকা থেকে সঠিকভাবে জরুরী চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফরম দু'টি ব্যবহার করে থাকেন।

ফরম দুইটি পূরণকারীদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে জরুরী চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ থেকে পাওয়া তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা। তৃণমূল পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের ফরম পূরণে দক্ষতা বাড়াতে এই নির্দেশিকাটি হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জরুরী সাড়া ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের একটি অন্যতম হাতিয়ার।

দুর্যোগ-উত্তর ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদি নির্ভুলভাবে সংগ্রহ এবং তা একীভূত করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকাটি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন বলে আমি আশা করি।

মেছবাহ উল আলম
সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

দুর্যোগ পরিস্থিতিতে জরুরী সাড়াদান এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অন্যতম এবং প্রধান শর্ত হচ্ছে– দুর্যোগ উত্তর, জরুরী চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি)-তে স্থানীয় পর্যায়ে সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর (জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন) জন্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। এসওডি-র নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তিকালে জরুরী চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য "এসওএস" ফরম এবং "ডি" ফরম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তৃণমূল পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে জরুরী চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফরম দু'টি ব্যবহার করে থাকেন।

ব্যবহারকারীদের যথাযথ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে "এসওএস" ফরম এবং "ডি" ফরম-এর সঠিক ব্যবহার এবং জরুরী চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কার্যকারিতা। আর তাই তৃণমূল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপকদের জন্য একটি নির্দেশিকার প্রয়োজন সকল সময় অনুভূত হয়েছে। কিন্তু কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও নির্দেশিকা কোনটাই ব্যবস্থা করা যায়নি। সম্প্রতি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির বাংলাদেশে বাস্তবায়নাধীন আর্লি রিকভারি ফ্যাসিলিটি-র সহায়তায় "এসওএস" ও "ডি" ফরম পূরণের উপর ৬৪ জন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান নির্দেশিকাটি এই প্রশিক্ষণেরই সকল বা মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তার প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে গণ্য হবে। আমি নির্দেশিকাটি প্রণয়নে সহযোগিতা করায় উন্নয়ন সহযোগী সুইস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) বাংলাদেশ এর আর্লি রিকভারি ফ্যাসিলিটি প্রকল্প এবং এর সুহৃদ ম্যানেজারসহ সকল কর্মকর্তা-কে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার বিশ্বাস, স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপকগণের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে জরুরী সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে এই নির্দেশিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

সূচিপত্র

নির্দেশিকা পরিচিতি ১১
নির্দেশিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ১২
অধ্যায়-০১ জরুরি চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ সম্পর্কে ধারণা ১৩
অধ্যায়-০২ শব্দ ও শব্দার্থ ১৫
অধ্যায়-০৩ আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা নিরূপণ ফরম পরিচিতি ও ব্যবহারের নির্দেশনা ...২৭
অধ্যায়-০৪ লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ ফরম পরিচিতি ও ব্যবহারের নির্দেশনা ৩১
অধ্যায়-০৫ মৌলিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং হালনাগাদকরণ ৬১
অধ্যায়-০৬ তথ্য সংগ্রহ এবং করণীয় ৬৩
অধ্যায়-০৭ তথ্য যাচাই বাছাই ৬৫
অধ্যায়-০৮ তথ্য একত্রিকরণ ৬৬
অধ্যায়-০৯ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় ৬৮

পরিশিষ্ট ৬৯
পরিশিষ্ট ০১: এসওএস-ফরম: আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা ৭০
পরিশিষ্ট ০২: ডি-ফরম: লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের ফরম ৭২

নির্দেশিকা পরিচিতি

লক্ষ্য

"এসওএস" ফরম এবং "ডি" ফরম যথাযথভাবে পূরণে ব্যবহারকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে ফরম দুটির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ব্যবহারকারী

ফরম পূরণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য যাচাই বাছাই করণ এবং সংগৃহীত তথ্য একত্রীকরণের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন) সদস্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপকগণ।

বিষয়বস্তু

ব্যবহারকারীদের ধারণাগত স্বচ্ছতা প্রদানে, ফরমে ব্যবহৃত যে শব্দগুলো ফরম পূরণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এ নির্দেশিকায় সেগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও তথ্য সংগ্রহ, যাচাই বাছাইকরণ এবং সংগৃহীত তথ্য একত্রীকরণে করণীয় সম্পর্কে এতে আলোচনা করা হয়েছে।

নির্দেশিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমুলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমেই, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরামর্শ অনুযায়ী আপদের ভিন্নতার ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, আকস্মিক বন্যা, নদী ভাঙন এবং খরা প্রবণ এলাকার কয়েকটি জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়। পরবর্তিকালে, ঐ সমস্ত এলাকার জেলা ত্রাণ ও পুণর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে "এসওএস" ফরম এবং "ডি" ফরম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রকৃত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়। একই উদ্দেশ্যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং প্রচলিত "এসওএস" ফরম এবং "ডি" ফরম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হয়। অতঃপর মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে 'খসড়া নির্দেশিকা' প্রস্তুত করা হয়। পরিশেষে, এটি চুড়ান্ত করার জন্য মাঠ পর্যায়ের নির্বাচিত জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির প্রতিনিধি, ইআরএফ প্রকল্পের প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে খসড়াটি চুড়ান্ত করা হয়।

অধ্যায়-০১

জরুরি চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ সম্পর্কে ধারণা

১.১ আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা নিরূপণ সম্পর্কে ধারণা

জরুরি সাড়া প্রদানের প্রধান লক্ষ্য হলো দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও ভোগান্তি কমানো। সেই লক্ষ্য অর্জন কেবল তখনি সম্ভব যখন দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠির চাহিদা অনুযায়ী সাড়া প্রদান করা যায়। সে কারণেই কার্যকর সাড়া প্রদান পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রধানতম শর্ত হচ্ছে দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদাগুলো জানা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর জন্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। স্থায়ী আদেশাবলী অনুযায়ী দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন হিসেবে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য যত দ্রুত সম্ভব টেলিফোন, ফ্যাক্স বা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (ইওসি)-এ পাঠানোর জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভা মেয়রকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে ফরম ব্যবহারের মাধ্যমে আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেই ফরমকে 'এসওএস ফরম' বলা হয়। (পরিশিষ্টে 'এসওএস ফরম' এর নমুনা সংযুক্ত করা হয়েছে)

১.২ ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান নিরূপণ সম্পর্কে ধারণা

সাধারণত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। একটি এলাকার পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসনে কী ধরনের কার্যক্রম নেয়া প্রয়োজন সে বিষয়টি নির্ভর করে দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি এবং লোকসানের ধরন ও মাত্রার উপর। সে কারণেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে দুর্যোগোত্তর চাহিদা, ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান নিরূপণের বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। স্থায়ী আদেশাবলী অনুযায়ী

উপজেলা নির্বাহী অফিসার/পৌরসভা মেয়র ইউনিয়ন পরিষদ এবং বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে ফরমটি পূরণ করবেন। পরবর্তীকালে পুরণ করা ফরম স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (ইওসি)-এ প্রেরণ করবেন। যে ফরম ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেই ফরমকে 'ডি-ফরম' বলা হয়। (পরিশিষ্টে 'ডি-ফরম' এর নমুনা সংযুক্ত করা হয়েছে)

অধ্যায়-০২

শব্দ ও শব্দার্থ

ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন

একটি নির্দিষ্ট দুর্যোগ (প্রাকৃতিক বা মানুষের সৃষ্টি) যখন কোন একটি উপজেলা/পৌরসভার এক বা একাধিক ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডগুলোতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হয়, যেমন স্বাভাবিক জীবন-যাপন ব্যাহত হয়, ঘরবাড়ি, গাছপালা, পশু-পাখি, ফসলের ক্ষেত, পানি-পয়ঃনিষ্কাশন, জীবন-জীবিকা ইত্যাদির ক্ষতি সাধিত হয় তখন সেই উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়নগুলোই হল ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন।

মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড

প্রাকৃতিক বা মানুষের সৃষ্ট দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা/পৌরসভার যে সকল ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডে বসবাসকারী শতকরা ৮০ ভাগ বা তারও অধিক জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা, অবকাঠামো, ফসলসহ অন্যান্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ব্যাপক, সেগুলোই হল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড।

শহরাঞ্চল

দেশের যে অঞ্চলগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থা, অন্যান্য অবকাঠামো ও অধিকাংশ মানুষের জীবন যাপনের মান অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং আনুষঙ্গিক পরিসেবাসমুহ (যেমন- পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী সরবরাহ এবং তথ্য ও স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি) অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য- সে অঞ্চলগুলোই হল শহরাঞ্চল।

গ্রামাঞ্চল

দেশের যে অঞ্চলগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থা, অন্যান্য অবকাঠামো ও অধিকাংশ মানুষের জীবন যাপনের মান অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এবং আনুষঙ্গিক পরিসেবাসমুহ (যেমন- পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী সরবরাহ এবং তথ্য ও স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি) সহজলভ্যতা অপেক্ষাকৃত কম সে অঞ্চলগুলোই হল গ্রামাঞ্চল।

পাহাড়ী অঞ্চল

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে দেশের যে অঞ্চলগুলো পাহাড় সন্নিবেশিত, সে অঞ্চলগুলোই পাহাড়ী অঞ্চল। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলার কিছু অংশ পাহাড়ী অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত।

চরাঞ্চল

মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন নদী গর্ভে পলি বা বালি জমে, জেগে ওঠা ভূমিকে আমরা সাধারণত চরাঞ্চল বলে থাকি। নদী ভাঙনপ্রবণ অঞ্চলে প্রতিনিয়তই কোন কোন চর ভেঙে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আবার কোথাও কোথাও নতুন চর জেগে উঠছে। তাই প্রতি বছরই নদী ভাঙনপ্রবণ এলাকাগুলোতে কী পরিমাণ চর ভেঙে যাচ্ছে এবং নতুন করে জেগে উঠছে সে বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখা উচিত। কারণ দুর্যোগ প্রেক্ষাপটে চরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ঝুঁকি ও ক্ষতি অন্য এলাকায় বসবাসকারীদের চেয়ে বেশি।

শিশু

জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ অনুযায়ী- শিশু বলতে আঠারো বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বোঝায়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনুযায়ী-"প্রতিবন্ধিতা" অর্থ যে কোন কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।

নিম্নে বর্ণিত যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তিই হচ্ছে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি": (ক) অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজ-অর্ডারস, (খ) শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, (গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা, (ঘ) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা, (ঙ) বাকপ্রতিবন্ধিতা, (চ) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, (ছ) শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা, (জ) শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা, (ঝ) সেরিব্রাল

পালসি, (ঞ) ডাউন সিনড্রোম, (ট) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা এবং (ঠ) অন্যান্য প্রতি বন্ধিতা।

ক্ষতিগ্রস্ত খানা/পরিবার

আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি অনুযায়ী পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, পুত্রবধূ, দাদা-দাদী সবাইকে নিয়েই একটি একান্নবর্তী পরিবার। কিন্তু যে কোন সমীক্ষায় পরিবার বলতে একটি সুনির্দিষ্ট খানাকে বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক সাথে বসবাস করে, এক পাতিলে রান্না হয়, এক সাথে খায় এবং এক স্থানে ঘুমায় সে সকল সদস্যদের নিয়েই একটি খানা বা পরিবার। অর্থাৎ চার ভাই যদি পৃথক পৃথকভাবে বসবাস করে এবং আলাদা হাঁড়িতে খায় তা'হলে প্রতিটি ভাইয়ের পরিবারকে একটি করে খানা হিসেবে গণ্য করা হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি

সাধারণত এক বা একাধিক ঘর (যেমন: শোবার ঘর, রান্না ঘর, গোয়াল ঘর ইত্যাদি) নিয়ে একটি বাড়ি হয়ে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি বলতে বোঝানো হয়েছে ঘরবাড়ির অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি। সুতরাং ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে একটি বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে প্রতিটি ঘরের অবকাঠামোর ক্ষতির বিষয়টিকে বিবেচনায় আনতে হবে।

সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি

দুর্যোগের কারণে একটি খানার/পরিবারের এক বা একাধিক ঘরের অবকাঠামো যদি এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে ওই অবস্থায় সেখানে আর বসবাস করা সম্ভব নয় বা বসবাসের অযোগ্য তখন আমরা সে সব ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির অবকাঠামোগুলোকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি

দুর্যোগের কারণে একটি খানার/ পরিবারের যেসব ঘরবাড়ির অবকাঠামো আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (যেমন: ঘরের একটি চালা উড়ে যাওয়া, কিংবা এক বা একাধিক খুঁটি বিনষ্ট হওয়া) সেসব ঘরবাড়িগুলোকে আমরা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করলেই তা দ্রুত পুনরায় বসবাস বা ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব।

পাকা বাড়ি

সম্পূর্ণরূপে (ভিত, দেয়াল, ছাঁদ ইত্যাদি) ইট, বালি, সিমেন্ট ও রড দ্বারা নির্মিত বাড়িকেই আমরা পাকা বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করবো।

আধাপাকা বাড়ি

যে সব বাড়ি আংশিকভাবে ইট, বালু, সিমেন্ট এবং রড দ্বারা নির্মিত সে সব বাড়িকেই আমরা আধাপাকা বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করবো। যেমন- বাড়ির কোন কোন অংশ ইট, বালি, সিমেন্ট এবং রড দ্বারা নির্মিত হলেও অন্য অংশ টিন, বাঁশের চাটাই, খড় ইত্যাদি অন্যান্য উপকরণ দ্বারা নির্মিত।

কাঁচা বাড়ি

সাধারণত যে সমস্ত বাড়ির ভিটা, বেড়া এবং চালা– মাটি, চাটাই, টিন, শন বা টালি দিয়ে তৈরি সে সব ঘরবাড়িগুলোকে আমরা কাঁচা বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। অন্যভাবে বলা যায়- যে সমস্ত ঘরবাড়ি নির্মাণে উপকরণ হিসেবে ইট, বালি, সিমেন্ট ব্যবহার করা হয় না সে সমস্ত ঘরবাড়িগুলোকে আমরা কাঁচা বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করি।

স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র

দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী দুর্যোগ পরিস্থিতিতে জীবনের নিরাপত্তায় স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত যেসব স্থানগুলোকে নিরাপদ স্থান হিসেবে বেছে নেয় এবং আশ্রয় গ্রহণ করে সেসব স্থানকে স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র বলা হয়। দেশের দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে উন্নয়ন সহযোগী, সরকার এবং দেশী-বিদেশী এনজিওগুলোর উদ্যোগে এ ধরনের অনেক স্থায়ী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। সাধারণত আপদের বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নকশা ও ডিজাইন আলাদা আলাদা হয়ে থাকে।

অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র

স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায়, স্থানীয় প্রশাসন দুর্যোগ পরিস্থিতিতে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার অনেক ভবন (যেমন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি অফিস

ইত্যাদি) আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করে। এ ধরনের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র বলা হয়।

পাকা সড়ক

ইট, খোয়া/পাথর, বালু এবং বিটুমিনের সংমিশ্রণে যে সড়ক তৈরি করা হয় তাকে পাকা সড়ক বলা হয়।

ইট/খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক

যে সব সড়ক ইট, খোয়া/পাথর, বালু এবং বিটুমিনের সংমিশ্রণে তৈরি নয় শুধুমাত্র ইট বা খোয়া দিয়ে তৈরি সেই সব সড়ককে ইট/খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক বলা হয়।

কাঁচা সড়ক

যে সব সড়ক শুধুমাত্র মাটি দিয়ে নির্মিত সেসব সড়ককে কাঁচা সড়ক বলা হয়।

ব্রিজ বা সেতু

ব্রিজ বা সেতু হচ্ছে সড়কপথের সংযোগ স্থাপনকারী ঐসব অবকাঠামো যা খাল, বিল বা নদীর স্বাভাবিক পানি প্রবাহকে সচল রেখে অবিচ্ছিন্ন যাতায়াত ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করে।

কালভার্ট

কালভার্ট হচ্ছে সড়কের নিচ দিয়ে পানি চলাচলের জন্য নির্মিত অবকাঠামো। সাধারণত নিম্নাঞ্চলগুলোতে পানি নিষ্কাশনের জন্য কালভার্ট নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

কৃষিভিত্তিক শিল্প

যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিপণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত সে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান বলে। যেমন- চালকল, চিনিকল, পশু-পাখি বা মৎস্যের খাদ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

অকৃষিভিত্তিক শিল্প

কৃষির উপর নির্ভর না করে যে সকল শিল্প গড়ে উঠে সে সব শিল্পকে অকৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান বলে। যেমন- তাঁত শিল্প, মৃৎ শিল্প, হস্ত শিল্প ইত্যাদি।

মৎস্য খামার

যে সকল পুকুর, দীঘি অথবা জলাশয়ে বাণিজ্যিকভিত্তিতে মৎস্য চাষ করা হয় তাকে মৎস্য খামার বলে।

হ্যাচারি

যে সকল পুকুর, দীঘি অথবা জলাশয়ে বাণিজ্যিকভাবে মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ করা হয় তাকে হ্যাচারি বলা হয়।

হাঁস-মুরগির খামার

যে সকল স্থানে বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি ও ডিম উৎপাদন ও প্রতিপালন করা হয় তাকে হাঁস-মুরগির খামার বলে।

বীজতলা

ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে যে স্থানে বীজ বপন করে চারা তৈরি করা হয় তাকে বীজতলা বলে।

বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারি

সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বনভূমিকে বনাঞ্চল বলে। মানব সৃষ্ট বনভূমিকে বনায়ন বলে। বনায়নের লক্ষ্যে যে স্থানে বীজ বপন করে বিভিন্ন জাতের গাছের চারা তৈরি করা হয় তাকে নার্সারি বলে।

অগভীর নলকূপ বা ৬ নং টিউবওয়েল

গভীরতার উপর ভিত্তি করে নলকূপকে অগভীর ও গভীর এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কারিগরিভাবে যে সকল নলকূপ অনাবদ্ধ (Unconfined aquifer) এ্যাকুইফার থেকে পানি উত্তোলন করে তাকে অগভীর নলকূপ বলে। অগভীর নলকূপ আমাদের দেশে ৬ নং টিউবওয়েল নামে সমধিক পরিচিত। অগভীর নলকূপের ক্ষেত্রে নলকূপ প্রযুক্তিটি সাকশন মুডে চলে। নলকূপটি পাইপে সাকশনের মাধ্যমে ফাকা জায়গা তৈরি করে পানি উত্তোলন করে। সাকশন মুড বা অগভীর বা ৬ নং নলকূপ পাইপের মধ্যে ২৫ ফুট নিচ থেকে পানি উত্তোলনে সক্ষম। অগভীর নলকূপের সকল যন্ত্রাংশ মাটির উপরে টিউবওয়েল হেডের মধ্যে থাকে।

গভীর নলকূপ

যে নলকূপ গভীর এ্যাকুইফার থেকে পানি উত্তোলন করে তাকে গভীর নলকূপ বলা হয় এবং আমাদের দেশে যেসব টিউবওয়েলের গভীরতা ৬০০ ফুটের বেশি তাকেই গভীর নলকূপ বলা হয়। তবে কারিগরিভাবে যেসব নলকূপ আবদ্ধ এ্যাকুইফার (Confined aquifer) থেকে পানি উত্তোলন করে তাই গভীর নলকূপ। গভীর নলকূপ দুই ধরনের হয়। একটি ছোট ব্যাসের অর্থাৎ ১.৫ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ দ্বারা স্থাপিত, অন্যটি ৬ ইঞ্চি ও তার অধিক ব্যাসের পাইপ দ্বারা স্থাপিত। সাধারণত এর থেকে পানি উত্তোলনের জন্য মোটর বা সাবমারজিবল পাম্প স্থাপন করা হয়।

হস্তচালিত নলকূপ

কোন প্রকার যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র হাত দিয়ে পাম্প করে যে নলকূপের মাধ্যমে সহজেই পানি উত্তোলন করা হয় তাকে হস্তচালিত নলকূপ বলে। হস্তচালিত নলকূপ গভীর বা অগভীর দুই ধরনেরই হতে পারে।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা

ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ও মাটিকে দূষিত করেনা, দূর্গন্ধ ছড়িয়ে বাতাস ও পরিবেশ দূষণ করেনা, মাছি ও প্রাণিকূল মল থেকে রোগ-জীবাণু ছড়াতে পারেনা এমন ব্যবস্থা সম্পন্ন পায়খানাকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (স্যানিটারি ল্যাট্রিন) বলে। এধরনের পায়খানা নির্মাণে রিং, স্ল্যাব ও ওয়াটার সিল ব্যবহার করা হয়।

হাসপাতাল

বিনামূল্যে জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্মিত এবং পরিচালিত অবকাঠামো (যেমন- জেলা পর্যায়ে সদর হাসপাতাল, উপজেলা/পৌরসভা পর্যায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি)।

ক্লিনিক

বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র।

কমিউনিটি ক্লিনিক

তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র। বর্তমানে তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম চালু করেছে।

নৌকা

জল পথে যাত্রী পারাপার, মালামাল পরিবহন, মাছ ধরা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয় এমন ছোট আকারের নৌ-যানকে নৌকা বলা হয়। সাধারণত ইঞ্জিন ছাড়াই এ ধরনের নৌকা চালিত হয়ে থাকে।

ট্রলার

জল পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন, মাছ ধরা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয় এমন বড় আকারের নৌযানকে ট্রলার বলা হয়। ট্রলার ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়।

অধ্যায়-০৩

আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা নিরূপণ ফরম পরিচিতি ও ব্যবহারের নির্দেশনা

সাধারণত কোন এলাকায় যে কোন দুর্যোগ চলাকালে অথবা দুর্যোগ সংঘটিত হবার সাথে সাথে দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য "আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা নিরূপণ ফরম" ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপকদের কাছে এই ফরমটি সংক্ষেপে 'এসওএস-ফরম' নামে পরিচিত। দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী কার্যকর জরুরি সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে এ ফরম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী অনুযায়ী দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন হিসেবে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য যত দ্রুত সম্ভব টেলিফোন, ফ্যাক্স বা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (ইওসি)-এ পাঠানোর জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভা মেয়রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এসওএস-ফরম পূরণ সম্পর্কে নির্দেশনা–

উপজেলা/পৌরসভার নামঃ

দুর্যোগে আক্রান্ত যে উপজেলা/পৌরসভার আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবেন সেই উপজেলার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

জেলার নামঃ

উপজেলা/পৌরসভাটি কোন জেলার আওতায় তা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করুন।

দুর্যোগের ধরনঃ

উপজেলা/পৌরসভা অঞ্চলটি কি ধরনের দুর্যোগে (বন্যা/নদী ভাঙ্গন/ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস/টর্নেডো/অগ্নিকাণ্ড পাহাড় ধস ইত্যাদি) কবলিত হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন।

১. দুর্যোগ কবলিত ইউনিয়নসমূহের নাম/ওয়ার্ডসমূহের নম্বরঃ

উপজেলা/পৌরসভাটির যে সকল ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দুর্যোগ কবলিত সে সকল ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের নাম ও নম্বর স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করুন।

২. মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ইউনিয়নসমূহের নাম/ওয়ার্ডসমূহের নম্বরঃ

দুর্যোগে আক্রান্ত উপজেলা/পৌরসভাটির যে সকল ইউনিয়ন/ওয়ার্ড মারাত্মকভাবে দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে (৮০ ভাগ বা তার অধিক) সে সকল ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের নাম/নম্বর স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করুন।

৩. দুর্গত মানুষের সংখ্যা (আনুমানিক)ঃ

দুর্যোগ কবলিত ইউনিয়নগুলোতে আনুমানিক কতজন দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে সেই সংখ্যা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করুন।

৪. বিধ্বস্ত মোট বাড়ির সংখ্যা (আনুমানিক)ঃ

দুর্যোগ কবলিত ইউনিয়নগুলোর আনুমানিক কতটি ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে (আংশিক ও সম্পূর্ণ) তা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করুন।

৪.১. আংশিক বিধ্বস্তঃ

বিধ্বস্ত ঘর-বাড়ির মধ্যে কতগুলো আংশিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে তা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করুন।

৪.২. সম্পূর্ণ বিধ্বস্তঃ

বিধ্বস্ত ঘর-বাড়ির মধ্যে কতগুলো সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে তা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করুন।

৫. মৃত মানুষের সংখ্যা (আনুমানিক)ঃ

দুর্যোগ কবলিত ইউনিয়নগুলোতে আনুমানিক কতজন মারা গেছে তার সংখ্যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন।

৬. নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা (আনুমানিক):

দুর্যোগ কবলিত ইউনিয়নগুলোতে আনুমানিক কতজন নিখোঁজ রয়েছে তার সংখ্যা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করুন।

৭. অনুসন্ধান/উদ্ধার কার্যক্রমের আবশ্যকতা:

দুর্যোগ কবলিত স্থানগুলোতে আটকে পড়া জনগোষ্ঠীকে অনুসন্ধান/উদ্ধারে যদি উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন থাকে তবে "প্রয়োজন" অথবা যদি উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন না থাকে তবে "প্রয়োজন নেই"- ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

৮. চিকিৎসা সেবার আবশ্যকতা:

দুর্যোগ কবলিত স্থানগুলোতে আহত বা রোগাক্রান্ত জনগোষ্ঠীর যদি চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন থাকে তবে "প্রয়োজন" - ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন। এক্ষেত্রে আহত বা রোগ-ব্যাধির ধরন অনুযায়ী কী ধরনের চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন তা উল্লেখ করুন। যদি চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন না থাকে তবে "প্রয়োজন নেই" - ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

৯. পানীয় জলের আবশ্যকতা:

দুর্যোগ কবলিত ইউনিয়ন/ওয়ার্ডগুলোতে যদি পান করার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহের প্রয়োজন থাকে তবে "প্রয়োজন" অথবা যদি প্রয়োজন না থাকে তবে "প্রয়োজন নেই" - ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১০. তৈরি খাদ্যের আবশ্যকতা:

দুর্যোগ কবলিত ইউনিয়ন/ওয়ার্ডগুলোতে যদি তৈরি খাদ্যের (খিচুরী, চিড়া, গুড়, মুড়ি ইত্যাদি) প্রয়োজন থাকে তবে "প্রয়োজন" অথবা যদি প্রয়োজন না থাকে তবে "প্রয়োজন নেই" - ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১১. ক. পোশাক: প্রয়োজন/প্রয়োজন নেই

দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীর যদি পোশাক (বস্ত্র/পরিধেয়) সরবরাহের প্রয়োজন থাকে তবে "প্রয়োজন" অথবা যদি প্রয়োজন না থাকে তবে "প্রয়োজন নেই" - ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

খ. পোশাকের ধরনঃ

দুর্যোগে আক্রান্ত নারী, পুরুষ, শিশু, কিশোর-কিশোরীর কথা বিবেচনা করে কি ধরনের পোশাকের (শাড়ী, লুঙ্গী, সালোয়ার-কামিজ, টি-শার্ট ইত্যাদি) প্রয়োজন তা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করুন।

১২. জরুরি আশ্রয়ঃ

দুর্যোগে আক্রান্ত গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য যদি জরুরি আশ্রয়-এর প্রয়োজন থাকে তবে "প্রয়োজন" অথবা যদি প্রয়োজন না থাকে তবে "প্রয়োজন নেই" - ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১৩. অন্যকোন জরুরি উপকরণ/দ্রব্যাদি (লিখুন):

দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য যদি অন্য যেকোন জরুরি উপকরণ/দ্রব্যাদির প্রয়োজন থাকে তবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন। উদাহরণসরূপ বলা যায়- দুর্যোগকালীন জরুরি পরিস্থিতিতে নারী- বিশেষ করে গর্ভবতী ও সদ্য প্রসূতী, শিশু/কিশোর-কিশোরী, বয়স্ক, অসুস্থ্য ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদাগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন: শিশু খাদ্য, গর্ভবতী ও সদ্য প্রসূতী নারীর জন্য বিশেষ ধরনের সেবা ও উপকরণ, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ধরনের উপকরণ ইত্যাদি।

অধ্যায়-০৪

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ ফরম
পরিচিতি ও ব্যবহারের নির্দেশনা

সাধারণত কোন এলাকায় যে কোন দুর্যোগ সংঘটিত হবার পরে ঐ দুর্যোগের কারণে এলাকাটির লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য 'লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ ফরম' ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপকদের কাছে এই ফরমটি সংক্ষেপে 'ডি-ফরম' নামে পরিচিত। লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য এই ফরমে ২৭টি কলাম ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা যদি ফরমটিকে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখবো ফরমটি দুইভাগে বিভক্ত। ফরমের উপরের অংশটি নির্দিষ্ট বিষয়/খাত সম্পর্কিত মৌলিক পরিসংখ্যান (বেইসলাইন ডাটা) সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করার জন্য। ফরমের নিচের অংশটি দুর্যোগ পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট খাতের লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। সাধারণত, স্বাভাবিক সময়ে অর্থাৎ যখন কোন দুর্যোগের সম্ভাবনা থাকে না বা কম থাকে সে সময়ে মৌলিক পরিসংখ্যান (বেইসলাইন ডাটা) সংগ্রহের জন্য আদর্শ সময়কাল এবং তা নির্দিষ্ট সময় পরপর হালনাগাদ করতে হবে। অপরদিকে, লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত তথ্য ও পরিসংখ্যান সাধারণত দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার পরে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

নিচে নমুনা প্রদর্শনের মাধ্যমে কিভাবে ডি-ফরম পূরণ করতে হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দেয়া হল–

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম-ডি (১-৩ কলাম)

মৌলিক তথ্য (বেইজ লাইন ডাটা) লিখুন

১		২		৩				
উপজেলা/পৌরসভার নাম		মোট ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড (সংখ্যা)		মোট এলাকা (বর্গ কি.মি.)				
				শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	চরাঞ্চল	পাহাড়ী অঞ্চল	মোট
১.১		২.১		৩.১.১	৩.১.২	৩.১.৩	৩.১.৪	৩.১.৫
ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা/পৌরসভার নাম ও দুর্যোগের ধরন		ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড (নাম/পৌর ওয়ার্ড নম্বর)		ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বর্গ কি.মি.)				
নাম	দুর্যোগে ধরন	ইউনিয়নের নাম/পৌর ওয়ার্ড নম্বর	মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ইউনিয়ন (✓ দিন)	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	চরাঞ্চল	পাহাড়াঞ্চল	মোট
১.২.১	১.২.২	২.২.১	২.২.২	৩.২.১	৩.২.২	৩.২.৩	৩.২.৪	৩.২.৫
		*						

ক্ষয়ক্ষতি সম্বলিত তথ্য লিখুন

প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়/পৌর ওয়ার্ড নম্বরের জন্য তারকা (*) চিহ্নিত "সারি"র সংখ্যা বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে।

কলাম-১: উপজেলা/পৌরসভার নাম

নির্দেশনা-১.১

আপনি যে এলাকার জন্য তথ্য সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করতে চান, সে উপজেলা/পৌরসভার নাম কলাম ১.১-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা-১.২

উল্লিখিত উপজেলা/পৌরসভাটি যদি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে আবারও উপজেলা/পৌরসভাটির নাম কলাম ১.২.১-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন এবং দুর্যোগে আক্রান্ত উপজেলা/পৌরসভাটি কি ধরনের দুর্যোগে (বন্যা/নদী ভাঙ্গন/ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস/টর্নেডো/অগ্নিকাণ্ড পাহাড় ধস ইত্যাদি) কবলিত হয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে ১.২.২-এর ঘরে স্পষ্ট করে লিখুন।

কলাম-২: মোট ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড (সংখ্যা)

নির্দেশনা-২.১

উল্লিখিত উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কয়টি ইউনিয়ন/ওয়ার্ড আছে তা সংখ্যায় কলাম ২.১-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা-২.২

উপজেলা/পৌরসভাটির মোট ইউনিয়ন/ওয়ার্ড এর মধ্যে যেসব ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দুর্যোগে আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সব ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের নাম/নম্বর কলাম ২.২.১-এর ঘরগুলোতে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। এবারে, যেসব ইউনিয়ন/ওয়ার্ড মারাত্মকভাবে (শতকরা ৮০ ভাগ বা তার অধিক) দুর্যোগে আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলোকে কলাম ২.২.২ অনুযায়ী টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

বি:দ্র: প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড এর নাম/নম্বর লেখার জন্য "সারির" সংখ্যা বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে।

কলাম-৩: মোট এলাকা (বর্গকিলোমিটার)

নির্দেশনা-৩.১

উপজেলা/পৌরসভাটির মোট আয়তন কত তা বর্গকিলোমিটারে যথাক্রমে শহরাঞ্চলের জন্য কলাম ৩.১.১, গ্রামাঞ্চলের জন্য ৩.১.২, চরাঞ্চলের জন্য ৩.১.৩, পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য ৩.১.৪ এবং মোট আয়তন ৩.১.৫ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা-৩.২

দুর্যোগে উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়নটির মোট আয়তনের কত বর্গ কি.মি. ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা যথাক্রমে শহরাঞ্চলের জন্য ৩.২.১, গ্রামাঞ্চলের জন্য ৩.২.২, চরাঞ্চলের জন্য ৩.১.৩, পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য ৩.১.৪ এবং মোট আয়তন ৩.১.৫ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

বিশেষ নির্দেশনা:

সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন জন বিভিন্নভাবে এলাকার আয়তনকে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপে প্রকাশ করে থাকে যেমন: মাইল, কিলোমিটার অথবা বর্গকিলোমিটার। এই ফরম পূরণের ক্ষেত্রে ফরমে উল্লেখিত চাহিদা অনুযায়ী এলাকার আয়তনকে শুধুমাত্র বর্গকিলোমিটারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এলাকার আয়তনকে বর্গকিলোমিটারে রুপান্তরিত করার ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে–

১ মাইল = ১.৬০৯৩৪৪ কিমি
১ কিমি = ০.৬২১৩৭১ মাইল
১ বর্গ মাইল = ২.৫৮৯৯৮৮ বর্গ কিমি
১ বর্গ কিমি = ০.৩৮৬১০২ বর্গ মাইল।

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম-ডি (৪ কলাম)

বেইজ লাইন বা মৌলিক তথ্য লিখুন

ক্ষয়ক্ষতি সম্বলিত তথ্য লিখুন

৪														
মোট জনসংখ্যা (সংখ্যা)														
নারী				পুরুষ				শিশু				মোট		
৪.১.১				৪.১.২				৪.১.৩				৪.১.৪		
ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা (সংখ্যা)														
নারী					পুরুষ					শিশু				
মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট
৪.২.১	৪.২.২	৪.২.৩	৪.২.৪	৪.২.৫	৪.২.৬	৪.২.৭	৪.২.৮	৪.২.৯	৪.২.১০	৪.২.১১	৪.২.১২	৪.২.১৩	৪.২.১৪	৪.২.১৫

কলাম-৪: মোট জনসংখ্যা (সংখ্যা)

নির্দেশনা ৪.১

যথাক্রমে কলাম ৪.১.১, ৪.১.২, ৪.১.৩ এবং ৪.১.৪ -এর ঘরে উপজেলা/পৌরসভাটির নারী, পুরুষ, শিশু এবং মোট জনসংখ্যা লিখুন।

নির্দেশনা ৪.২

দুর্যোগের কারণে উপজেলা/পৌরসভাটির কতজন নারী, কতজন পুরুষ এবং কতজন শিশু মৃত, আহত, নিখোঁজ, স্থানচ্যুত হয়েছে এবং তার মোট সংখ্যা যথাক্রমে ৪.২.১ থেকে ৪.২.১৫ এর কলামের ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম-ডি (৫-৬ কলাম)

	৫				৬		
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সংখ্যা)				মোট খানা (সংখ্যা)		
	নারী	পুরুষ	শিশু	মোট			
বেইজ লাইন বা মৌলিক তথ্য লিখুন	৫.১.১	৫.১.২	৫.১.৩	৫.১.৪	৬.১		
	ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত মোট খানা (সংখ্যা)		
	নারী	পুরুষ	শিশু	মোট	সম্পূর্ণ	আংশিক	মোট
ক্ষয়ক্ষতি সম্বলিত তথ্য লিখুন	৫.২.১	৫.২.২	৫.২.৩	৫.২.৪	৬.২.১	৬.২.২	৬.২.৩

কলাম-৫: প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সংখ্যা)

নির্দেশনা-৫.১

উপজেলা/পৌরসভাটির মোট জনসংখ্যার কতজন নারী, কতজন পুরুষ এবং কতজন শিশু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার মোট সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-৫.১.১, ৫.১.২, ৫.১.৩ এবং ৫.১.৪ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা-৫.২

উপজেলা/পৌরসভাটির কতজন নারী, কতজন পুরুষ এবং কতজন শিশু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মোট সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-৫.২.১, ৫.২.২, ৫.২.৩ এবং ৫.২.৪ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

কলাম-৬: মোট খানা

নির্দেশনা- ৬.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কত খানা বসবাস করে তার সংখ্যা কলাম ৬.১-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা-৬.২

উপজেলা/পৌরসভাটিতে বসবাসকারী মোট খানার কতটি খানা দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সংখ্যা এবং মোট সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-৬.২.১ থেকে ৬.২.৩ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম-ডি (৭ কলাম)

	৭											
	মোট বাড়ি (সংখ্যা)											
	পাকা				আধাপাকা				কাঁচা			
বেইজ লাইন বা মৌলিক তথ্য লিখুন	৭.১.১				৭.১.২				৭.১.৩			
	ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি (সংখ্যা) এবং আনুমানিক প্রতিটি বাড়ির নির্মাণ/মেরামত ব্যয়											
	পাকা				আধাপাকা				কাঁচা			
	সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়	সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়	সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়
ক্ষয়ক্ষতি সম্বলিত তথ্য লিখুন	৭.২.১	৭.২.২	৭.২.৩	৭.২.৪	৭.২.৫	৭.২.৬	৭.২.৭	৭.২.৮	৭.২.৯	৭.২.১০	৭.২.১১	৭.২.১২

কলাম-৭: মোট বাড়ি (সংখ্যা)

নির্দেশনা-৭.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে কতটি পাকা বাড়ি, কতটি আধাপাকা বাড়ি এবং কতটি কাঁচা বাড়ি আছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-৭.১.১, ৭.১.২ এবং ৭.১.৩ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা- ৭.২

দুর্যোগের কারণে উপজেলা/পৌরসভাটির কতটি পাকা বাড়ি, কতটি আধাপাকা বাড়ি এবং কতটি কাঁচা বাড়ি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সংখ্যা ও আনুমানিক মেরামত ব্যয় টাকার অংকে যথাক্রমে কলাম-৭.২.১ থেকে ৭.২.১২ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

বিশেষ নির্দেশনা:

সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি বাড়ি মেরামতের গড় ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বাড়ি নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণের আনুমানিক মূল্য এবং শ্রমিকের আনু মানিক মজুরী বিবেচনায় আনুন।

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম-ডি (৮-১০ কলাম)

বেইজ লাইন বা মৌলিক তথ্য লিখুন

৮			৯		১০	
মোট দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র (সংখ্যা-যদি থাকে)			ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)		গরু ও মহিষ (সংখ্যা)	
সরকারি	বেসরকারি	আশ্রয়যোগ্য নিরাপদ অবকাঠামো	ভেড়া	ছাগল	গরু	মহিষ
৮.১.১	৮.১.২	৮.১.৩	৯.১.১	৯.১.২	১০.১.১	১০.১.২

ক্ষয়ক্ষতি সম্বলিত তথ্য লিখুন

দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থান (সংখ্যা)				মৃত ও ভেসে যাওয়া ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)						মৃত ও ভেসে যাওয়া গরু ও মহিষ (সংখ্যা)					
সরকারি ও বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্র	নিজ বাড়ি	উঁচু সড়ক ও বাঁধ	অস্থায়ী আশ্রয় শিবির	ভেড়া			ছাগল			গরু			মহিষ		
				সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য
৮.২.১	৮.২.২	৮.২.৩	৮.২.৪	৯.২.১	৯.২.২	৯.২.৩	৯.২.৪	৯.২.৫	৯.২.৬	১০.২.১	১০.২.২	১০.২.৩	১০.২.৪	১০.২.৫	১০.২.৬

কলাম-৮: মোট দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র সংখ্যা (যদি থাকে)

নির্দেশনা ৮.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে কতটি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র আছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-৮.১.১ (সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র), ৮.১.২ (বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্র) এবং ৮.১.৩ (আশ্রয়যোগ্য নিরাপদ অবকাঠামো)- এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ৮.২

দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর কতজন সরকারি ও বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে, কতজন নিজ বাড়িতে, কতজন উঁচু সড়ক ও বাঁধে এবং কতজন অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে অবস্থান করছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-৮.২.১, ৮.২.২, ৮.২.৩ এবং ৮.২.৪ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

কলাম-৯: ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)

নির্দেশনা- ৯.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কয়টি ভেড়া ও ছাগল আছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম- ৯.১.১ এবং ৯.১.২ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা- ৯.২

উপজেলা/পৌরসভার মোট ভেড়া ও ছাগলের মধ্যে কয়টি ভেড়া ও ছাগল দুর্যোগের কারণে মারা গিয়েছে বা ভেসে গিয়েছে তার সংখ্যা এবং টাকার অংকে প্রতিটির গড় আনুমানিক মূল্য এবং মোট মূল্য কত তা যথাক্রমে কলাম ৯.২.১ থেকে ৯.২.৬-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

বিশেষ নির্দেশনা:

স্থানীয় জনগণ এবং উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে টাকার অংকে প্রতিটি ভেড়া ও ছাগলের ক্ষতির আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ করুন।

কলাম-১০: গরু ও মহিষ (সংখ্যা)

নির্দেশনা- ১০.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কয়টি গরু ও মহিষ আছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-১০.১.১ এবং ১০.১.২ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা- ১০.২

উপজেলা/পৌরসভার মোট গরু ও মহিষের মধ্যে কয়টি গরু ও মহিষ দুর্যোগের কারণে মারা গিয়েছে বা ভেসে গিয়েছে তার সংখ্যা এবং টাকার অংকে প্রতিটির গড় আনুমানিক মূল্য এবং মোট মূল্য কত তা যথাক্রমে কলাম ১০.২.১ থকে ১০.২.৬-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

বিশেষ নির্দেশনা:

স্থানীয় জনগণ এবং প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে টাকার অংকে প্রতিটি গরু ও মহিষের ক্ষতির আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ করুন।

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম-ডি (১১-১৩ কলাম)

	১১						১২						১৩		
	হাঁস ও মুরগি (সংখ্যা)						মোট শস্য ক্ষেত ও বীজ তলা (হেক্টর)						অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য চিংড়ি ইত্যাদি) (হেক্টর)		
	হাঁস			মুরগি			শস্য ক্ষেত			বীজ তলা					
বেইজ লাইন বা মৌলিক তথ্য লিখুন	১১.১.১			১১.১.২			১২.১.১			১২.১.২			১৩.১		
	মৃত ও ভেসে যাওয়া হাঁসের ও মুরগি (সংখ্যা)						সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত			আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত			ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য, চিংড়ি ঘের, মৎস্য বিচরণ এলাকা) (হেক্টর)		
	হাঁস			মুরগি											
	সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট ক্ষতি	হেক্টর	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট ক্ষতি	হেক্টর	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য
ক্ষয়ক্ষতি সম্বলিত তথ্য লিখুন	১১.২.১	১১.২.২	১১.২.৩	১১.২.৪	১১.২.৫	১১.২.৬	১২.২.১	১৩.২.২	১২.২.৩	১২.২.৪	১২.২.৫	১২.২.৬	১৩.২.১	১৩.২.২	১৩.২.৩

কলাম-১১: হাঁস ও মুরগি (সংখ্যা)

নির্দেশনা- ১১.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কয়টি হাঁস ও মুরগি আছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম- ১১.১.১ এবং ১১.১.২ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা- ১১.২

উপজেলা/পৌরসভার মোট হাঁস ও মুরগির মধ্যে কয়টি হাঁস ও মুরগি দুর্যোগের কারণে মারা গিয়েছে বা ভেসে গিয়েছে তার সংখ্যা এবং টাকার অংকে প্রতিটির গড় আনুমানিক মূল্য এবং মোট মূল্য কত তা যথাক্রমে কলাম ১১.২.১ থেকে ১১.২.৬-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

বিশেষ নির্দেশনা:
স্থানীয় জনগণ এবং প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে টাকার অংকে প্রতিটি হাঁস ও মুরগির ক্ষতির আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ করুন।

কলাম-১২: মোট শস্য ক্ষেত ও বীজতলা (হেক্টর)

নির্দেশনা ১২.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কত হেক্টর শস্যক্ষেত ও বীজ তলা আছে তার পরিমাণ যথাক্রমে কলাম- ১২.১.১ এবং ১২.১.২ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ১২.২

উপজেলা/পৌরসভার মোট শস্য ক্ষেত ও বীজতলার মধ্যে কত হেক্টর শস্যক্ষেত ও বীজতলা দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পরিমাণ এবং টাকার অংকে হেক্টর প্রতি গড় আনুমানিক মূল্য এবং মোট মূল্য কত তা যথাক্রমে কলাম ১২.২.১ থেকে ১২.২.৬-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

বিশেষ নির্দেশনা:
স্থানীয় জনগণ এবং কৃষি কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে টাকার অংকে প্রতিহেক্টর শস্যক্ষেত ও বীজতলার ক্ষতির আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ করুন।

কলাম-১৩: অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য চিংড়ি ইত্যাদি-হেক্টর)

নির্দেশনা ১৩.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কতহেক্টর হ্যাচারি, মৎস্য, চিংড়ি খামার আছে তার পরিমাণ কলাম- ১৩.১ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ১৩.২

উপজেলা/পৌরসভার মোট হ্যাচারি, মৎস্য, চিংড়ি ঘের, মৎস্য বিচরণ এলাকার মধ্যে কত হেক্টর হ্যাচারি, মৎস্য, চিংড়ি ঘের, মৎস্য বিচরণ এলাকা দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পরিমাণ এবং টাকার অংকে হেক্টর প্রতি আনুমানিক মূল্য এবং মোট মূল্য কত তা যথাক্রমে কলাম ১৩.২.১ থেকে ১৩.২.৩-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

বিশেষ নির্দেশনা:

স্থানীয় জনগণ এবং মৎস্য কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে টাকার অংকে প্রতিহেক্টর হ্যাচারি, মৎস্য, চিংড়ি ঘের, মৎস্য বিচরণ এলাকার ক্ষতির আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ করুন।

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম-ডি (১৪-১৬ কলাম)

বেইজ লাইন বা মৌলিক তথ্য লিখুন

ক্ষয়ক্ষতি সম্বলিত তথ্য লিখুন

উপকলাম

১৪				১৫				১৬															
মোট বিদ্যুৎ লাইন (কি. মি.)				মোবাইল ফোন টাওয়ার (সংখ্যা)				ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)															
								মসজিদ				মন্দির				গীর্জা				প্যাগোডা			
১৪.১				১৫.১				১৬.১.১				১৬.১.২				১৬.১.৩				১৬.১.৪			
ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ লাইন (কি.মি.)				ক্ষতিগ্রস্ত মোবাইল ফোন টাওয়ার (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)															
								মসজিদ				মন্দির				গীর্জা				প্যাগোডা			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
১৪.২.১		১৪.২.২		১৫.২.১		১৫.২.২		১৬.২.১		১৬.২.২		১৬.২.৩		১৬.২.৪		১৬.২.৫		১৬.২.৬		১৬.২.৭		১৬.২.৮	
প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি-তটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি-তটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি-তটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি-তটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি-তটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি-তটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি-তটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি-তটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি-তটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি-তটির গড় মূল্য	মোট মূল্য

কলাম-১৪: মোট বিদ্যুৎ লাইন (কি.মি.)

নির্দেশনা ১৪.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে বিদ্যুৎ লাইন মোট কত কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত তা কলাম ১৪.১ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ১৪.২

দুর্যোগে কারণে উপজেলা/পৌরসভাটির কত কি.মি. বিদ্যুৎ লাইন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার গড় ক্ষতি এবং মোট ক্ষতি কত তা যথাক্রমে কলাম ১৪.২.১ থেকে ১৪.২.৪ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

কলাম-১৫: মোবাইল ফোন টাওয়ার (সংখ্যা)

নির্দেশনা ১৫.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোবাইল ফোন টাওয়ার কতটি তা কলাম ১৫.১ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ১৫.২

দুর্যোগে কারণে উপজেলা/পৌরসভাটির কতটি মোবাইল ফোন টাওয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার গড় ক্ষতি এবং মোট ক্ষতি কত তা যথাক্রমে কলাম ১৫.২.১ থেকে ১৫.২.২ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

কলাম-১৬: ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)

নির্দেশনা ১৬.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কতটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-১৬.১.১ (মসজিদ), ১৬.১.২ (মন্দির), ১৬.১.৩ (গীর্জা) এবং ১৬.১.৪ (প্যাগোডা) এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ১৬.২

দুর্যোগে কারণে উপজেলা/পৌরসভাটির মোট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কতটি মসজিদ, মন্দির, গীর্জা এবং প্যাগোডা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-১৬.২.১ থেকে ১৬.২.৮ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। টাকার অংকে সম্পূর্ণ বা

আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গড় ক্ষতি কত এবং মোট ক্ষতি কত তা উপকলাম-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম-ডি (১৭-১৮ কলাম)

	১৭																১৮							
	মোট সড়ক পথ (কি.মি.)																ব্রিজ-কালভার্ট (সংখ্যা)							
	পাকা সড়ক				ইট/খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক				কাঁচা সড়ক				মোট সড়ক পথ				ব্রিজ				কালভার্ট			
বেইজ লাইন বা মৌলিক তথ্য লিখুন	১৭.১.১				১৭.১.২				১৭.১.৩				১৭.১.৪				১৮.১.১				১৮.১.২			
	ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পথ (কি.মি.)																ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজ (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্ট (সংখ্যা)			
	পাকা সড়ক				ইট/খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক				কাঁচা সড়ক				মোট ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পথ				সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
	সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক									
ক্ষয়ক্ষতি সম্বলিত তথ্য লিখুন	১৭.২.১		১৭.২.২		১৭.২.৩		১৭.২.৪		১৭.২.৫		১৭.২.৬		১৭.২.৭		১৭.২.৮		১৮.২.১		১৮.২.২		১৮.২.৩		১৮.২.৪	
	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য
উপকলাম																								

কলাম-১৭: মোট সড়ক পথ (কি.মি.)

নির্দেশনা ১৭.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কত কি.মি. সড়ক পথ আছে তার পরিমাণ যথাক্রমে কলাম-১৭.১.১ (পাকা সড়ক), ১৭.১.২ (ইট বা খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক), ১৭.১.৩ (কাঁচা সড়ক) এবং ১৭.১.৪ (মোট সড়ক পথ) এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ১৭.২

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কত কি.মি. পাকা সড়ক, ইট বা খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক এবং কাঁচা সড়ক পথ দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পরিমাণ যথাক্রমে কলাম-১৭.২.১ থেকে ১৭.২.৮ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। টাকার অংকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতি কি.মি. পাকা সড়ক, ইট বা খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক এবং কাঁচা সড়ক পথের আনুমানিক গড় ক্ষতি কত এবং মোট ক্ষতি কত তা যথাক্রমে উপকলাম-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

কলাম-১৮: ব্রিজ-কালভার্ট (সংখ্যা)

নির্দেশনা ১৮.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কতটি ব্রিজ-কালভার্ট আছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-১৮.১.১, ১৮.১.২ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ১৮.২

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কতটি ব্রিজ-কালভার্ট দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-১৮.২.১ থেকে ১৮.২.৪ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। টাকার অংকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ব্রিজ বা কালভার্টের আনুমানিক গড় ক্ষতি কত এবং মোট ক্ষতি কত তা যথাক্রমে উপকলাম-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম-ডি (১৯-২০ কলাম)

	১৯															
	বাঁধ (কি.মি.)															
	নদী				উপকূল				হাওর				অন্যান্য			
বেইজ লাইন বা মৌলিক তথ্য লিখুন	১৯.১.১				১৯.১.২				১৯.১.৩				১৯.১.৪			
	ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ (কি.মি.)															
	নদী				উপকূল				হাওর				অন্যান্য			
	সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
ক্ষয়ক্ষতি সম্বলিত তথ্য লিখুন	১৯.২.১		১৯.২.২		১৯.২.৩		১৯.২.৪		১৯.২.৫		১৯.২.৬		১৯.২.৭		১৯.২.৮	
	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি
উপকলাম																

	২০											
	মোট বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারি এলাকা (হেক্টর)											
	বনাঞ্চল				বনায়ন				নার্সারি			
বেইজ লাইন বা মৌলিক তথ্য লিখুন	২১.১.১				২১.১.২				২১.১.৩			
	ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চল/বনায়ন/ নার্সারি এলাকা (হেক্টর)											
	বনাঞ্চল				বনায়ন				নার্সারি			
	সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
ক্ষয়ক্ষতি সম্বলিত তথ্য লিখুন	২০.২.১		২০.২.২		২০.২.৩		২০.২.৪		২০.২.৫		২০.২.৬	
	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য
উপকলাম												

কলাম-১৯: বাঁধ (কি.মি.)

নির্দেশনা ২০.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কত কি.মি. বাঁধ আছে তার পরিমাণ যথাক্রমে কলাম-১৯.১.১ (নদী বেষ্টিত), ১৯.১.২ (উপকূল বেষ্টিত), ১৯.১.৩ (হাওর বেষ্টিত), ১৯.১.৪ (অন্যান্য-যদি থাকে) এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ১৯.২

উপজেলা/পৌরসভাটির মোট কত কি.মি. নদী/উপকূল/হাওড়/অন্যান্য বাঁধ দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পরিমাণ যথাক্রমে কলাম-১৯.২.১ থেকে ১৯.২.৮ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। টাকার অংকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতি কি.মি. বাঁধের আনুমানিক গড় ক্ষতি এবং মোট ক্ষতি কত তা যথাক্রমে উপকলাম-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

কলাম-২০: মোট বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারি এলাকা (হেক্টর)

নির্দেশনা ২০.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কত হেক্টর বনাঞ্চল, বনায়ন, নার্সারি আছে তার পরিমাণ যথাক্রমে কলাম- ২০.১.১ (বনাঞ্চল), ২০.১.২ (বনায়ন), ২০.১.৩ (নার্সারি) এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ২০.২

উপজেলা/পৌরসভাটির মোট কত হেক্টর বনাঞ্চল, বনায়ন, নার্সারি দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পরিমাণ যথাক্রমে কলাম- ২০.২.১ থেকে ২০.২.৬ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। টাকার অংকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতি হেক্টর আনুমানিক গড় ক্ষতি এবং মোট ক্ষতি কত তা যথাক্রমে উপকলাম-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম-ডি (২১-২২ কলাম)

২১																				২২							
মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)																				কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক শিল্প (সংখ্যা)							
প্রাথমিক বিদ্যালয়				উচ্চ বিদ্যালয়				কলেজ				মাদ্রাসা				অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল				কৃষিভিত্তিক				অকৃষিভিত্তিক			
২১.১.১				২১.১.২				২১.১.৩				২১.১.৪				২১.১.৫				২২.১.১				২২.১.২			
ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)																				ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য শিল্প (সংখ্যা)							
প্রাথমিক বিদ্যালয়				উচ্চ বিদ্যালয়				কলেজ				মাদ্রাসা				অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল				কৃষিভিত্তিক				অকৃষিভিত্তিক			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
২১.২.১		২১.২.২		২১.২.৩		২১.২.৪		২১.২.৫		২১.২.৬		২১.২.৭		২১.২.৮		২১.২.৯		২১.২.১০		২২.২.১		২২.২.২		২২.২.৩		২২.২.৪	
ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য

বেইজ লাইন বা মৌলিক তথ্য লিখুন

ক্ষয়ক্ষতি সম্বলিত তথ্য লিখুন

উপকলাম

কলাম-২১: মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)

নির্দেশনা ২১.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-২১.১.১ (প্রাথমিক বিদ্যালয়), ২১.১.২ (উচ্চ বিদ্যালয়), ২১.১.৩ (কলেজ), ২১.১.৪ (মাদ্রাসা) এবং ২১.১.৫ (অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল) এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ২২.২

উপজেলা/পৌরসভাটির মোট কতটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-২২.২.১ থেকে ২২.২.১০ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। টাকার অংকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক গড় ক্ষতি এবং মোট ক্ষতি কত তা যথাক্রমে উপকলাম-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

কলাম-২২: কৃষিভিত্তিক ও অকৃষিভিত্তিক শিল্প (সংখ্যা)

নির্দেশনা ২২.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কতটি কৃষিভিত্তিক ও অকৃষিভিত্তিক শিল্প আছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-২২.১.১ (কৃষিভিত্তিক), ২২.১.২ (অকৃষিভিত্তিক) এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ২২.২

উপজেলা/পৌরসভাটির মোট কতটি কৃষিভিত্তিক ও অকৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-২২.২.১ থেকে ২২.২.৪ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। টাকার অংকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতিটি কৃষিভিত্তিক ও অকৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক গড় ক্ষতি এবং মোট ক্ষতি কত তা যথাক্রমে উপকলাম-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

বিশেষ নির্দেশনা:

অধ্যায় ২ (শব্দ ও শব্দার্থ)-এ উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী "কৃষিভিত্তিক" ও "অকৃষি ভিত্তিক" শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করুন।

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম-ডি (২৩-২৫ কলাম)

	২৩												২৪				২৫					
	মোট নলকূপ (সংখ্যা)												স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (সংখ্যা)				মোট জলাধার (সংখ্যা)					
	গভীর				অগভীর				হস্তচালিত								পুকুর		জলাশয়		অন্যান্য (যদি থাকে)	
বেইজ লাইন বা মৌলিক তথ্য লিখুন	২৩.১.১				২৩.১.২				২৩.১.৩				২৪.১				২৫.১.১		২৫.১.২		২৫.১.৩	
	ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ (সংখ্যা)												ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত জলাধার (সংখ্যা)					
	গভীর				অগভীর				হস্তচালিত													
	সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		পুকুর		জলাশয়		অন্যান্য (যদি থাকে)	
ক্ষয়ক্ষতি সম্বলিত তথ্য লিখুন	২৩.২.১		২৩.২.২		২৩.২.৩		২৩.২.৪		২৩.২.৫		২৩.২.৬		২৪.২.১		২৪.২.২		২৫.২.১		২৫.২.২		২৫.২.৩	
	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংস্কারে প্রতিটির গড় ব্যয়	মোট ব্যয়	সংস্কারে প্রতিটির গড় ব্যয়	মোট ব্যয়	সংস্কারে প্রতিটির গড় ব্যয়	মোট ব্যয়
উপকলাম																						

কলাম-২৩: মোট নলকূপ (সংখ্যা)

নির্দেশনা ২৩.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কতটি নলকূপ আছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-২৩.১.১ (গভীর নলকূপ), ২৩.১.২ (অগভীর নলকূপ) এবং ২৩.১.৩ (হস্তচালিত নলকূপ) এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ২৩.২

উপজেলা/পৌরসভাটির মোট কতটি গভীর, অগভীর ও হস্তচালিত নলকূপ দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-২৩.২.১ থেকে ২৩.২.৬ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। টাকার অংকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতিটি গভীর, অগভীর ও হস্তচালিত নলকূপের আনুমানিক গড় ক্ষতি এবং মোট ক্ষতি কত তা যথাক্রমে উপকলাম-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

কলাম-২৪: স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (সংখ্যা)

নির্দেশনা ২৪.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কতটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে তার সংখ্যা কলাম-২৪.১ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ২৪.২

উপজেলা/পৌরসভাটির মোট কতটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সংখ্যা কলাম-২৪.২.১ ও ২৪.২.২ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। টাকার অংকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতিটি পায়খানার আনুমানিক গড় ক্ষতি এবং মোট ক্ষতি কত তা উপকলাম- এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

কলাম-২৫: মোট জলাধার (সংখ্যা)

নির্দেশনা ২৫.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কতটি জলাধার (পুকুর, জলাশয় ও অন্যান্য) আছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-২৫.১.১ (পুকুর), ২৫.১.২ (জলাশয়) এবং ২৫.১.৩ (অন্যান্য-যদি থাকে) এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

নির্দেশনা ২৫.২

উপজেলা/পৌরসভাটির মোট কতটি জলাধার (পুকুর, জলাশয় ও অন্যান্য) দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সংখ্যা কলাম-২৫.২.১ (পুকুর), ২৫.২.২ (জলাশয়) এবং ২৫.২.৩ (অন্যান্য-যদি থাকে) এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। টাকার অংকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতিটি জলাধার সংস্কারের আনুমানিক গড় ব্যয় এবং মোট ব্যয় কত তা যথাক্রমে উপকলাম-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম-ডি (২৬-২৭ কলাম)

	২৬												২৭											
	স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (সংখ্যা)												মৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)											
	হাসপাতাল				ক্লিনিক				কমিউনিটি ক্লিনিক				নৌকা				ট্রলার				জাল			
বেইজ লাইন বা মৌলিক তথ্য লিখুন	২৬.১.১				২৬.১.২				২৬.১.৩				২৭.১.১				২৭.১.২				২৭.১.৩			
	ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (সংখ্যা)												ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)											
	হাসপাতাল				ক্লিনিক				কমিউনিটি ক্লিনিক				নৌকা				ট্রলার				জাল			
	সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
ক্ষয়ক্ষতি সম্বলিত তথ্য লিখুন	২৬.২.১		২৬.২.২		২৬.২.৩		২৬.২.৪		২৬.২.৫		২৬.২.৬		২৭.২.১		২৭.২.২		২৭.২.৩		২৭.২.৪		২৭.২.৫		২৭.২.৬	
	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য
উপকলাম																								

কলাম-২৬: স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (সংখ্যা)

নির্দেশনা ২৬.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কতটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র আছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-২৬.১.১ (হাসপাতাল), ২৬.১.২ (ক্লিনিক) এবং ২৬.১.৩ (কমিউনিটি ক্লিনিক) এর ঘরে লিখুন।

নির্দেশনা ২৬.২

উপজেলা/পৌরসভাটির মোট কতটি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও কমিউনিটি ক্লিনিক দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-২৬.২.১ থেকে ২৬.২.৬ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। টাকার অংকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতিটি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কারের আনুমানিক গড় ব্যয় এবং মোট ব্যয় কত তা যথাক্রমে উপকলাম-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

কলাম-২৭: মৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)

নির্দেশনা ২৭.১

উপজেলা/পৌরসভাটিতে মোট কতটি মৎস্য আহরণ উপকরণ আছে তার সংখ্যা যথ াক্রমে কলাম-২৭.১.১ (নৌকা), ২৭.১.২ (ট্রলার) এবং ২৭.১.৩ (জাল) এর ঘরে লিখুন।

নির্দেশনা ২৭.২

উপজেলা/পৌরসভাটির মোট কতটি মৎস্য আহরণ উপকরণ (নৌকা, ট্রলার ও জাল) দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সংখ্যা যথাক্রমে কলাম-২৭.২.১ থেকে ২৭.২.৬ এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। টাকার অংকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতিটি উপকরণের (নৌকা, ট্রলার ও জাল) আনুমানিক গড় মূল্য এবং মোট মূল্য কত তা যথাক্রমে উপকলাম-এর ঘরে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন।

অধ্যায়-০৫

মৌলিক পরিসংখ্যান (বেইসলাইন ডাটা) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং হালনাগাদকরণ

সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

শুধু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্যই নয় স্থানীয় যে কোন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে ঐ এলাকার মৌলিক তথ্য-উপাত্ত নানাভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে। বিশেষ করে দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দ্রুততার সাথে কার্যকর জরুরি সাড়া ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে সংরক্ষিত মৌলিক তথ্য (বেইসলাইন ডাটা) অপরিসীম ভূমিকা রাখে। আমরা নিম্নোক্তভাবে এলাকার মৌলিক তথ্য (বেইসলাইন ডাটা) সংগ্রহ করতে পারি:

- ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে পরিষদের সকল নির্বাচিত সদস্য, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সরকারি বিভাগ এবং বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং কর্মী, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততায়;
- এলাকায় সরকারি-বেসরকারিভাবে পরিচালিত আর্থ-সামাজিক যেকোন সমীক্ষার প্রতিবেদন থেকে;
- নির্দিষ্ট খাত সম্পর্কিত তথ্যগুলো সংশ্লিষ্ঠ সরকারি বিভাগ এবং একই ইস্যুতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এমন বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে;
- উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয় থেকে;
- পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত অনুসরণ করে, সেক্ষেত্রে যদি প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত পুরাতন হয় তাহলে তা স্থানীয় পরিসংখ্যান বিভাগের পরামর্শক্রমে হালনাগাদ করে;
- সম্প্রতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি) ঝুঁকিপ্রবণ সকল এলাকার মৌলিক তথ্য (বেইসলাইন ডাটা) সংগ্রহের কাজ শেষ করেছে। খুব শীঘ্রই সেই তথ্য আমরা সহজেই সংগ্রহ করা যাবে। ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন সেবাকেন্দ্র, উপজেলার ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় এবং জেলার ক্ষেত্রে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয় থেকে।

হালনাগাদকরণ

উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিনিয়তই মাঠ পর্যায়ে নানা ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। একইভাবে প্রতিমুহূর্তে মানুষ জন্ম নিচ্ছে আবার মৃত্যুবরণও করছে। অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে এলাকার মৌলিক (বেইসলাইন ডাটা) পরিসংখ্যান পরিবর্তিত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, তা হালনাগাদ করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে যদি হালনাগাদ করা না হয় সেক্ষেত্রে সেই তথ্য বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম নাও হতে পারে। সে কারণেই আমাদের উচিত নির্দিষ্ট সময় পরপর এলাকার মৌলিক (বেইসলাইন ডাটা) পরিসংখ্যান হালনাগাদ করা। তথ্য হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে আমরা একইভাবে উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারি।

অধ্যায়-০৬

তথ্য সংগ্রহ এবং করণীয়

তথ্য সংগ্রহকারীর দক্ষতা, তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে তথ্যের গুণগত মান। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারি:

- নির্বাচিত ইউপি সদস্য, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সরকারি বিভাগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততায় তথ্য সংগ্রহকারী দল গঠন। প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারী দল গঠন করা যেতে পারে।
- 'আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা (এসওএস) ফরম' এবং 'ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান নিরূপণ (ডি) ফরম' পূরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহকারী দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ফরমে বর্ণিত যে শব্দগুলো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে সেগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রকারী দলের সদস্যদের ধারণা পরিষ্কার করা।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা, সামর্থ্য এবং তথ্য সংগ্রহকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বিবেচনা করে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা নিম্নের যেকোন এক বা একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি:

- খানা পর্যায়ে জরিপ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ। অর্থাৎ বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রশ্ন করে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জেনে;
- ফোকাস দলে আলোচনা; অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত খানার সদস্যদের নিয়ে ছোট ছোট দলে বসে প্রশ্ন করে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জেনে। এ ধরনের দলীয় আলোচনা পেশাভিত্তিকও হতে পারে। যেমন: কৃষক, মৎস্যজীবি, ক্ষুদ্র

ব্যবসায়ী ইত্যাদি পেশার ভিত্তিতে ফোকাস দলে আলোচনা করে;

- একই উদ্দেশ্যে সরকারি বিভাগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে;
- গ্রাম, ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্যকেন্দ্র স্থাপন; অর্থাৎ তথ্যকেন্দ্রে এসে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী তাদের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা সম্পর্কে মতামত প্রদান করে।

অধ্যায়-০৭

তথ্য যাচাই বাছাই

সংগৃহীত তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করা 'জরুরি চাহিদা' এবং 'ক্ষয়ক্ষতি' নিরূপণের অন্যতম একটি কাজ। কারণ দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এ সব তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সব তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয় যা দ্রুততার সাথে কার্যকর জরুরি সাড়া বা পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই আমাদের উচিত সংগৃহীত তথ্য যাচাই বাছাই করে দেখা। সংগৃহীত তথ্য যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারি:

- একটি নির্দিষ্ট হারে খানা বা পরিবার পর্যায়ে পুনরায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ; অর্থাৎ যে সব খানা বা পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সে সব খানা বা পরিবারের শতকরা পাঁচ থেকে দশ ভাগ (প্রয়োজন অনুযায়ী) খানা বা পরিবারকে পুনরায় প্রশ্ন করে তাদের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানা এবং পূর্ববর্তী তথ্যের সাথে তা মিলিয়ে দেখা;
- সরেজমিনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন এবং জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ট্যাগ অফিসার নিয়োগ; এ ধরনের ট্যাগ অফিসার হতে পারেন যেকোন সরকারি বিভাগে কর্মরত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা বা কর্মী;
- সুনির্দিষ্ট খাতভিত্তিক সরকারি বিভাগগুলোর সাথে আলোচনা; অর্থাৎ কৃষি, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, প্রাণিসম্পদ ইত্যাদি বিভাগগুলোর সাথে আলোচনা করে স্ব স্ব বিভাগের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানা এবং পূর্বে সংগৃহীত তথ্যের সাথে তা মিলিয়ে দেখা;
- ফোকাস দলে আলোচনা; অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি অথবা পেশাভিত্তিক প্রতিনিধিদের সাথে ছোট দলে বসে আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের বাস্তবতা অনুধাবন করা।

অধ্যায়-০৮

তথ্য একত্রিকরণ

জরুরি পরিস্থিতিতে আমরা সাধারণত গ্রাম/মহল্লা/পাড়া, ওয়ার্ড থেকে এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করে থাকি। পরবর্তীকালে এই তথ্যের ভিত্তিতে সামগ্রীকভাবে ইউনিয়নের ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। একইভাবে ইউনিয়নগুলোর ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উপজেলার এবং উপজেলাগুলোর ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জেলার ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুততার সাথে সঠিকভাবে সংগৃহীত তথ্য একত্রিত করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা দুর্যোগ ব্যবস্থাপকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মনে রাখতে হবে এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই জরুরি সাড়া বা পুনরুদ্ধার বা পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

আমরা নিম্নোক্তভাবে সংগৃহীত তথ্য একত্রিত করতে পারি:

- তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন, কম্পিউটারে সুনির্দিষ্ট সফ্টওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা দ্রুততার সাথে তথ্য একত্রিত করতে পারি। এক্ষেত্রে, আনুসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা থাকার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কম্পিউটার এবং দক্ষ কম্পিউটার ব্যবহারকারী, ইত্যাদি। সুতরাং, আমরা যদি তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চাই সেক্ষেত্রে উল্লিখিত আনুসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাগুলো নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ ইউনিয়নে তথ্য সেবাকেন্দ্র চালু হয়েছে। এ কাজে আমরা তথ্য সেবাকেন্দ্রের সহযোগিতা নিতে পারি।
- যেখানে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ কম সেখানে আমরা হাতে কলমে সংগৃহীত তথ্য একত্রিত করার কাজটি করতে পারি। বাংলাদেশের এমনও অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল আছে যেখানে এখনও বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছায়নি। আবার বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছালেও ঘনঘন লোডশেডিংয়ের কারণে ব্যবহারকারীরা তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে খুব একটা উৎসাহ বোধ করেন না। সুতরাং, এ ধরনের অঞ্চলগুলোতে আমরা হাতে কলমে সংগৃহীত তথ্য একত্রিত করার কাজটি সম্পন্ন করতে পারি।

- আমাদের মনে রাখতে হবে- দুর্যোগ পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে তা বিবেচনায় রাখতে হবে। অন্যথায় এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ সেবার অপেক্ষায় না থেকে হাতে কলমে সংগৃহীত তথ্য একত্রিত করার কাজটি সুসম্পন্ন করতে হবে।

অধ্যায়-০৯

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

জরুরি চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ:

দুর্যোগের আগে দায়িত্ব ও কর্তব্য

- মৌলিক তথ্য (বেইসলাইন ডাটা) সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;
- গ্রাম/মহল্লা/পাড়া, ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারী দল গঠন;
- তথ্য সংগ্রহকারী দলের সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- 'এসওএস' ও 'ডি' ফরমের পর্যাপ্ত কপি সংরক্ষণ;
- জরুরি চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের লক্ষ্যে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- জরুরি চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তহবিল গঠন;
- তথ্য সংগ্রহে ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কৌশল নির্ধারণ; এবং
- তথ্য একত্রীকরণের কৌশল ও পদ্ধতি নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দায়িত্ব ও কর্তব্য

- আপদকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহকারী দলের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পুনরায় অবহিত করা;
- পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ (মনিটরিং);
- তথ্য সংগ্রহে সরকারি বিভাগসমূহ, বেসরকারি সংস্থা এবং জরিপ দলের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন;
- পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য যাচাই-বাছাইকরণ;
- পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য একত্রিতকরণ;
- যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর জরুরি চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি প্রতিবেদন দাখিলকরণ।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ০১: আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা নিরূপণ (এসওএস) ফরম;
পরিশিষ্ট ০২: ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান নিরূপণ (ডি) ফরম।

পরিশিষ্ট ০১: আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা (এসওএস) নিরূপণ ফরম

উপজেলা/পৌরসভার নাম : ----------
জেলার নাম : ----------
দুর্যোগের ধরন : ----------

১. দুর্যোগ কবলিত ইউনিয়নসমূহের নাম/ওয়ার্ডসমূহের নম্বর : ----------
---
---

২. মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ইউনিয়নসমূহের নাম/ওয়ার্ডসমূহের নম্বর :----------
---
---

৩. দুর্গত মানুষের সংখ্যা (আনুমানিক) : ----------

৪. বিধ্বস্ত মোট বাড়ির সংখ্যা (আনুমানিক) : ----------

১. আংশিক বিধ্বস্ত : ----------

২. সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত : ----------

৫. মৃত মানুষের সংখ্যা (আনুমানিক) : ----------

৬. নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা (আনুমানিক) : ----------

প্রযজ্য ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন

৭.	অনুসন্ধান/উদ্ধার কার্যক্রমের আবশ্যকতা	:	☐ প্রয়োজন	☐ প্রয়োজন নেই
৮.	চিকিৎসা সেবার আবশ্যকতা	:	☐ প্রয়োজন	☐ প্রয়োজন নেই
৯.	পানীয় জলের আবশ্যকতা	:	☐ প্রয়োজন	☐ প্রয়োজন নেই
১০.	তৈরী খাদ্যের আবশ্যকতা	:	☐ প্রয়োজন	☐ প্রয়োজন নেই
১১.	ক. পোশাকের আবশ্যকতা	:	☐ প্রয়োজন	☐ প্রয়োজন নেই
	খ. পোশাকের ধরণ	:	☐ কম্বল	☐ লুঙ্গি,
			☐ শাড়ি,	☐ সালোয়ার কামিজ
১২.	জরুরি আশ্রয়	:	☐ প্রয়োজন	☐ প্রয়োজন নেই
১৩.	অন্য কোন জরুরি উপকরণ/ দ্রব্যাদি (লিখুন) : ----------			

উপজেলা নির্বাহী অফিসার/পৌরসভা চেয়ারম্যানগণ দুর্যোগ শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন হিসেবে এসব তথ্য যত দ্রুত সম্ভব নিজ নিজ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন। জেলা প্রশাসকগণ জেলাধীন সকল উপজেলা/পৌরসভার তথ্যাদি একত্র করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (ইওসি)-এ প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সমন্বিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি)-এ প্রেরণ করবে।

পরিশিষ্ট ০২: ডি-ফরম: লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম (ডি-ফরম)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার/পৌরসভা চেয়ারম্যান সকল ইউনিয়ন পরিষদ/পৌর-ওয়ার্ড ও বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ফরমটি পূরণ করবেন। পূরণকৃত ফরমটি স্ব-স্ব জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেণ করবেন। জেলা প্রশাসক জেলাধীন সকল জেলার তথ্যাদি একত্র করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (ইওসি)-এ ৩ সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সমন্বিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি)-এ প্রেরণ করবে।

১		২		৩				
উপজেলা/পৌরসভার নাম		মোট ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড (সংখ্যা)		মোট এলাকা (বর্গ কি.মি.)				
				শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	চরাঞ্চল	পাহাড়ী অঞ্চল	মোট
ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা/পৌরসভার নাম ও দুর্যোগের ধরন		ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড (নাম/পৌর ওয়ার্ড নম্বর)		ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বর্গ কি.মি.)				
নাম	দুর্যোগে ধরন	ইউনিয়নের নাম/পৌর ওয়ার্ড নম্বর	মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ইউনিয়ন (✓ দিন)	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	চরাঞ্চল	পাহাড়ী অঞ্চল	মোট
		*						

প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়/পৌর ওয়ার্ড নম্বরের জন্য তারকা (*) চিহ্নিত "সারি"র সংখ্যা বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে।

৪														
মোট জনসংখ্যা (সংখ্যা)														
নারী			পুরুষ			শিশু			মোট					
ক্ষতিগ্রস্ত মোট জনসংখ্যা (সংখ্যা)														
নারী					পুরুষ					শিশু				
মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট

৫				৬		
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সংখ্যা)				মোট খানা (সংখ্যা)		
নারী	পুরুষ	শিশু	মোট			
ক্ষতিগ্রস্ত মোট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত মোট খানা (সংখ্যা)		
নারী	পুরুষ	শিশু	মোট	সম্পূর্ণ	আংশিক	মোট

৭											
মোট বাড়ি (সংখ্যা)											
পাকা				আধাপাকা				কাঁচা			
ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি (সংখ্যা) এবং আনুমানিক প্রতিটি বাড়ির নির্মাণ/মেরামত ব্যয়											
পাকা				আধাপাকা				কাঁচা			
সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়	সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়	সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়

৮			৯			১০	
মোট দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র (সংখ্যা-যদি থাকে)			ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)			গরু ও মহিষ (সংখ্যা)	
সরকারি	বেসরকারি	আশ্রয়যোগ্য নিরাপদ অবকাঠামো	ভেড়া	ছাগল		গরু	মহিষ
দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তির (সংখ্যা)			মৃত ও ভেসে যাওয়া ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)			মৃত ও ভেসে যাওয়া গরু ও মহিষ (সংখ্যা)	
সরকারি ও বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্র	নিজ বাড়ি	উঁচু সড়ক ও বাঁধ	অস্থায়ী আশ্রয় শিবির	ভেড়া			ছাগল			গরু			মহিষ		
				সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য

১১						১২						১৩		
হাঁস ও মুরগি (সংখ্যা)						মোট শস্য ক্ষেত ও বীজ তলা (হেক্টর)						অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য চিংড়ি ইত্যাদি) (হেক্টর)		
হাঁস			মুরগি			শস্য ক্ষেত			বীজ তলা					
মৃত ও ভেসে যাওয়া হাঁসের ও মুরগি (সংখ্যা)						সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত			আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত			ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য, চিংড়ি ঘের, মৎস্য বিচরণ এলাকা) (হেক্টর)		
হাঁস			মুরগি											
সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	হেক্টর প্রতি গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য

১৪				১৫				১৬											
মোট বিদ্যুৎ লাইন (কি.মি.)				মোবাইল ফোন টাওয়ার (সংখ্যা)				ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)											
								মসজিদ		মন্দির		গীর্জা		প্যাগোডা					
ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ লাইন (কি.মি.)				ক্ষতিগ্রস্ত মোবাইল ফোন টাওয়ার (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)											
								মসজিদ		মন্দির		গীর্জা		প্যাগোডা					
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য

১৭																১৮							
মোট সড়ক পথ (কি.মি.)																ব্রিজ-কালভার্ট (সংখ্যা)							
পাকা সড়ক				ইট/খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক				কাঁচা সড়ক				মোট সড়ক পথ				ব্রিজ				কালভার্ট			
ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পথ (কি.মি.)																ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজ (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্ট (সংখ্যা)			
পাকা সড়ক				ইট/খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক				কাঁচা সড়ক				মোট ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পথ				সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক									
প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য

১৯																২০											
বাঁধ (কি.মি.)																মোট বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারি এলাকা (হেক্টর)											
নদী				উপকূল				হাওর				অন্যান্য				বনাঞ্চল				বনায়ন				নার্সারি			
ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ (কি.মি.)														ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চল/বনায়ন/ নার্সারি এলাকা (হেক্টর)													
নদী				উপকূল				হাওর				অন্যান্য				বনাঞ্চল				বনায়ন				নার্সারি			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর প্রতি ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য

২১																				২২							
মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)																				কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক শিল্প (সংখ্যা)							
প্রাথমিক বিদ্যালয়				উচ্চ বিদ্যালয়				কলেজ				মাদ্রাসা				অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল				কৃষিভিত্তিক				অকৃষিভিত্তিক			
ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)																				ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য শিল্প (সংখ্যা)							
প্রাথমিক বিদ্যালয়				উচ্চ বিদ্যালয়				কলেজ				মাদ্রাসা				অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল				কৃষিভিত্তিক				অকৃষিভিত্তিক			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য

২৩												২৪				২৫					
মোট নলকূপ (সংখ্যা)												স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (সংখ্যা)				মোট জলাধার (সংখ্যা)					
গভীর				অগভীর				হস্তচালিত								পুকুর		জলাশয়		অন্যান্য (যদি থাকে)	
ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ (সংখ্যা)												ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত জলাধার (সংখ্যা)					
গভীর				অগভীর				হস্তচালিত													
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		পুকুর		জলাশয়		অন্যান্য (যদি থাকে)	
ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংস্কারে প্রতিটির গড় ব্যয়	মোট ব্যয়	সংস্কারে প্রতিটির গড় ব্যয়	মোট ব্যয়	সংস্কারে প্রতিটির গড় ব্যয়	মোট ব্যয়

২৬												২৭											
স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (সংখ্যা)												মৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)											
হাসপাতাল				ক্লিনিক				কমিউনিটি ক্লিনিক				নৌকা				ট্রলার				জাল			
ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (সংখ্যা)												ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)											
হাসপাতাল				ক্লিনিক				কমিউনিটি ক্লিনিক				নৌকা				ট্রলার				জাল			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য

জরুরি চাহিদা, লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য
“এসওএস” ফরম এবং “ডি” ফরম ব্যবহার সম্পর্কিত

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

পরিকল্পনা ও প্রকাশনা:
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগিতা:
আর্লি রিকভারি ফ্যাসিলিটি (ইআরএফ) প্রকল্প
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)

Australian AID

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

UNDP
Empowered lives. Resilient nations.